THIS BOOK HAS BEEN PUBLISHED WITH
DUE PERMISSION FROM THE AUTHOR
DR. ALI MUHAMMAD EL-SALLABI

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

বিশ্বনন্দিত সীরাত লেখক
ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী কর্তৃক সংকলিত
سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : شخصيه وعصره
এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম
আলী ইবনে আবি তালিব
রাযিয়াল্লাহু আনহু
প্রথম খণ্ড

মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী
অনূদিত

◆

সম্পাদনা
মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

জীবন ও কর্ম আলী ইবনে আবি তালিব রা. (প্রথম খণ্ড)
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+8801733211499

উত্তরা বিক্রয়কেন্দ্র : বাড়ি ২৭, রোড ১৮, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৮ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্র্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : মুহাররম ১৪৪০ / সেপ্টম্বর ২০১৮
প্রচ্ছদ ■ সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : মুহাম্মাদ সানোয়ার হুসাইন

ISBN : 978-984-92292-0-9

মূল্য ■ ৳ ৮০০.০০ (আট শত টাকা মাত্র)
USD 20.00

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী বর্তমান বিশ্বের একজন বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ সীরাত-লেখক। *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে ইতোমধ্যে ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবীর বিখ্যাত সীরাতগ্রন্থ *জীবন ও কর্ম : আবু বকর আস-সিদ্দীক রা.*, *জীবন ও কর্ম : উমর ইবনুল খাত্তাব রা.* এবং *জীবন ও কর্ম : উসমান ইবনে আফফান রা.* প্রকাশিত হয়েছে। তারই আরেকটি অনবদ্য কীর্তি *জীবন ও কর্ম : আলী ইবনে আবি তালিব রা.*।[১] আরবি ভাষায় লিখিত গ্রন্থটি আরববিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এ কিতাবেরই বাংলা অনুবাদ। কিতাবটি আরবি থেকে অনুবাদ করেছেন বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম লেখক ও অনুবাদক মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী সাহেব। তার অনূদিত ও লিখিত মোট কিতাবের সংখ্যা প্রায় ২০০। উল্লেখ্য, কিতাবের মূল লেখক ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী থেকে তার লিখিত সবগুলো সীরাতগ্রন্থ *মাকতাবাতুল ফুরকান* অনুবাদ ও প্রকাশের লিখিত অনুমতি লাভ করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এর পরিপূর্ণ বদলা দান করুন। বিশাল কলেবরের কিতাবটি পাঠকের পাঠ-সুবিধা এবং সৌন্দর্য ও মননশীলতার দিকটি বিবেচনা করে তিন খণ্ডে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আশা করি, খুব শীঘ্রই বাকি খণ্ডগুলো প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী ইসলামের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শহীদ হওয়ার পর খলীফা পদের জন্য আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে অধিকতর যোগ্য কেউ ছিলেন না। সকলের সম্মতিতেই তিনি মুসলিম জাহানের নেতৃত্বে আসীন হয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীনের সর্বশেষ খলীফা। এই গ্রন্থে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বংশ,

[১] مكتبة الصحابة ; سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شخصيه وعصره ; ২০০৪

ইসলাম গ্রহণের পূর্বাবস্থা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক, ইসলামের জন্য তার কষ্ট স্বীকার এবং অবদানসহ সবকিছুই স্থান পেয়েছে।

এছাড়া কুরআনের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সার্বক্ষণিক সঙ্গ দেওয়া এবং রণাঙ্গণে তার বীরত্ব ও সাহসিকতার বর্ণনা রয়েছে। তার সামাজিক জীবন, ইসলামী রাষ্ট্রগঠনে তার আত্মত্যাগ এবং সাহাবীদের সঙ্গে তার উত্তম আচরণ চিত্রায়িত হয়েছে। এখানে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ইন্তেকালসহ তার শাসনামলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির হার, রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ন্যায়সঙ্গত বণ্টন এবং আদালত প্রতিষ্ঠায় তার অবদান, জ্ঞানের বুৎপত্তি ও উদ্ভূত নতুন সমস্যা সমাধানে তার উদ্ভাবনী প্রজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে যা আজও ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবিস্মরণীয় শিক্ষার উপকরণ হয়ে আছে। এ মহান ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্ম নির্ভরযোগ্য তথ্য ও বিশ্বস্ত বর্ণনার আলোকে এ গ্রন্থে যেভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, তা বাংলাভাষীদের জন্য নতুন প্রাপ্তি। ইনশাআল্লাহ, কালের পরিক্রমায় এটি এদেশের মুসলমানদের জন্য ইসলামের পথে আরও অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। মাওলানা জাবির মুহাম্মদ হাবীব সাহেব, জনাব নুমান আহমাদ খান সাহেব, জনাব সামসুস সালেহীন সাহেবসহ আরও অনেকে প্রুফ সংশোধন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা এ অনুবাদ কবুল করুন। যারা কিতাবটি প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরও কবুল করুন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

০১ মুহাররম ১৪৪০ / ১২ সেপটেম্বর ২০১৮

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

যে পরিবেশে আমার অনুবাদে হাতেখড়ি, সে পরিবেশ ছিল 'ক্বালাল্লাহ' ও 'ক্বালার রাসূল'-এ মুখরিত। আশৈশব গুরুজন ও শ্রদ্ধাস্পদদের দেখেছি কুরআন, হাদীস ও ইতিহাস-সমুদ্রে ডুবসাঁতার কাটতে। দ্বীনের জন্য তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমও দৃষ্টি এড়ায়নি। এ পথের সহযাত্রী হওয়ার সুপ্ত বাসনা সেই তখন থেকেই। কিন্তু এ পথ যে এত গিরি-সঙ্কুল তা এ পথে নেমেই বুঝেছি। এ পথে মূল প্রেরণা ওহীর জ্ঞানে বিদগ্ধ সকল মণীষা ও তাদের পদাঙ্ক অনুসারীরা, বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদা। বড় হয়ে ইতিহাসের বিশাল ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে গিয়ে তাদের রাহায়-রাহাগীর হতে চেয়েছি; কিন্তু চাইলেই কি সব পাওয়া যায়! খুলাফায়ে রাশেদার বিষয়ে ইতোপূর্বে কিছু কলম-চর্চা হয়েছে ঠিকই, তবে তার পরিসর ছিল খুবই সামান্য।

আমার ইচ্ছে ছিল খুলাফায়ে রাশেদার সকলকে নিয়ে বড়সড় কিছু একটা লিখতে; কিন্তু সময়, অযোগ্যতা, তথ্য-উপাত্তের মূল উৎস ও উৎসাহের অপ্রাপ্তি এ পথ থেকে দূরেই রেখেছে দীর্ঘকাল। সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং পরে সুহৃদ ও অন্তরঙ্গ কমান্ডার (অব.) মুহাম্মাদ আদম আলী ভাইকে আল্লাহ তা'আলা অশেষ মেহেরবানীতে মিলিয়ে দিয়েছিলেন নিতান্ত কাকতালীয়ভাবে। পরিচয়ের ঊষালগ্নেই তিনি লিবীয় লেখক (বর্তমানে কাতারে বসবাসরত) ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী কর্তৃক লিখিত আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী অনুবাদের আমন্ত্রণ জানান। সেই শুরু। কলম চলতে থাকল। দেশে লেখা শুরু হলেও এর বেশ কিছু অংশ মক্কা-মদীনায় হারাম শরীফের লাইব্রেরীতে বসেও লেখার সুযোগ হয়েছে। অনুবাদে সামর্থ্যের সবটুকু নিংড়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আর পাণ্ডুলিপি তৈরী হওয়ার পর রাতজাগা ঘামঝরা পরিশ্রমকে বইয়ের রূপ দেওয়ার সর্বশেষ দুশ্চিন্তাটায়ও ছেদ টেনেছিলেন *মাকতাবাতুল ফুরকান*-এর কর্ণধার, সুসাহিত্যিক, ড. আলী সাল্লাবীর বইয়ের অনুবাদ ও

ছাপার লিখিত অনুমতিপ্রাপ্ত, সর্বোপরি তকতকে ছাপা ও অঙ্গসজ্জায় সাড়া ফেলে দেওয়া ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ আদম আলী ভাই। আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী প্রকাশের এই মাহেন্দ্রক্ষণে তার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অনুবাদটি সুখপাঠ্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। এমনিতে ড. আলী মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবীর লেখার গতি-প্রকৃতি, উপস্থাপন ও তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ—অতি উঁচুমানের। বইয়ের পাতায় পাঠক খুঁজে পাবেন এর প্রমাণ। কিতাবটিতে উল্লেখিত হাদীসের সূত্র বর্ণনা ক্ষেত্রে লেখকের ধারাই অনুসরণ করা হয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎসেরও সন্ধান দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাদীসের মান সংযোজন করা হয়েছে। আর এসব হাদীস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে গত শতকের খ্যাতিমান হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিত শেখ শুয়াইব আরনাউত রহ.-এর ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নিজের পক্ষ থেকে কিছু লেখা হয়নি।

এ অনুবাদের যা কিছু ভালো, তা আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ অনুগ্রহ। আর যা কিছু ভুল, তার দায়ভার আমারই। আমি আমার ভুলের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। সুধী পাঠক কোথাও থমকে গেলে কিংবা গতি স্বাচ্ছন্দ্যে সমস্যা দেখলে ইসলাহের নিয়তে জানালে খুবই উপকৃত হব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন।

মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী
দারুল ইহসান মাদরাসা
আশুলিয়া, ঢাকা

২৯ জিলহজ ১৪৩৯ হিজরী

LETTER OF AUTHORIZATION

To Whom It May Concern

I, hereby, am granting the permission to **MOHAMMAD ADAM ALI** (Proprietor, Maktabatul Furqan, 11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh; Mob : +8801733211499) to translate and publish all published books of Dr. Ali Mohamed El-Sallabi into Bengali (The official and national language of Bangladesh); *Noble Life of The Prophet* (3 Vols) and the Biography of Abu Bakr As Siddeeq ﷺ, Umar Ibn Al-Khattab ﷺ, Uthman Ibn Affan ﷺ, Ali ibn Abi Talib ﷺ (2 Vols), Umar bin Abd Al Aziz, Salah Ad-Deen Al-Ayubi (3 Vols), al-Hasan ibn 'Ali and Muawiyah bin Abi Sufyan ﷺ.

Moreover, *Maktabatul Furqan* will be considered as a publisher & distributor of the translated books of Dr. Ali Mohamed El-Sallabi into **Bengali** worldwide.

With best wishes

Sincerely,

Name : Dr. Ali Mohamed El-Sallabi
Signature :

Date: March 11, 2018

لَوْ كَانَ ذَنْبِيْ حُبَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ
لَذَاكَ ذَنْبٌ لَسْتُ عَنْهُ أَتُوْبُ

আমি নবী পরিবারকে ভালোবাসি—এই যদি হয় আমার অপরাধ,
তাহলে জেনে রাখ, আমি কখনো এ থেকে তাওবা করব না।[২]

[২] *দেওয়ানে ইমাম শাফেয়ী*, ইমাম শাফেয়ী রহ.

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৫

প্রথম অধ্যায়

আলী ইবনে আবি তালিব রা.-এর মক্কাজীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ : তার নাম, বংশ, উপাধিসমূহ এবং পরিবার

১.১। নাম, উপনাম ও উপাধি ৪৬
১.২। শুভজন্ম ৪৮
১.৩। ইসলামের দৃষ্টিতে বংশীয় প্রভাবধারা ৪৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামগ্রহণ ও হিজরত-পূর্ব মক্কী জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ

২.১। ইসলাম গ্রহণ ৬৬
২.২। আলী রা.-এর ইসলাম গ্রহণ ৬৮
২.৩। আলী রা. ও আবু তালিব ৬৯
২.৪। আলী রা. কী রাসূল সা.-এর সাথে মক্কায় মূর্তি ভেঙেছেন? ৭০
২.৫। রাসূল সা.-এর নির্দেশে কী আলী রা. পিতার শেষকৃত্য ৭১
২.৬। আবু যর রা.-কে রাসূল সা. পর্যন্ত পৌঁছানো ৭১
২.৭। রাসূল সা.-এর সাথে আলী রা.-এর দাওয়াতী কার্যক্রম ৭৪
২.৮। রাসূল সা.-এর জন্য আত্মোৎসর্গ ৭৮
২.৯। হিজরত ৮০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আলী রা.-এর কুরআনআশ্রিত জীবন ও এর প্রভাব

৩.১। আল্লাহ, বিশ্বজগৎ, জীবন, জান্নাত, জাহান্নাম এবং তাকদীর ৮২
৩.২। তার জীবনে কুরআনের গুরুত্ব ও বড়ত্ব ৯১
৩.৩। তার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত ৯২
৩.৪। রাসূল সা. থেকে শ্রুত কুরআনের তাফসীর ৯৭

৩.৫। কুরআন থেকে বিধান বের করার মূলনীতি ১০১
৩.৬। আমীরুল মুমিনীনের কিছু আয়াতের তাফসীর ১১৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ সা.-এর সান্নিধ্যে ১২২

৪.১। আমীরুল মুমিনীন ও মাকামে নবুওয়াত ১২৩
৪.২। আলী রা. থেকে হাদীস বর্ণনাকারীবৃন্দ ১৪৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : হিজরত থেকে খন্দকযুদ্ধ : আলী ইবনে আবি তালিব রা.-এর গুরুত্বপূর্ণ অবদানসমূহ ১৫৭

৫.১। যুদ্ধ ও অভিযান ১৬১
৫.২। বদর যুদ্ধ ১৬৪
৫.৩। ফাতিমা রা.-এর সাথে বিবাহ ১৬৭
৫.৪। তার দুই ছেলে : হাসান এবং হুসাইন রা. ১৭৯
৫.৫। আহলে বাইতের মর্ম ১৮৮
৫.৬। নবী-পরিবারের বিধিবিধানগত বৈশিষ্ট্য ১৯১
৫.৭। উহুদ যুদ্ধে আলী রা. ১৯৫
৫.৮। বনু নযীর অভিযানে আলী রা. ১৯৯
৫.৯। হামরাউল আসাদ যুদ্ধে আলী রা. ১৯৯
৫.১০। ইফকের ঘটনা ও আলী রা. ২০১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : খন্দক যুদ্ধ থেকে রাসূল সা.-এর ইন্তেকাল : আলী রা.-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানসমূহ

৬.১। খন্দকযুদ্ধে আলী রা. ২০৫
৬.২। বনী কুরায়যায় আলী রা. ২০৭
৬.৩। হুদায়বিয়া প্রান্তরে ২০৮
৬.৪। উমরাতুল কাযা ৭ম হিজরী ও হামযার মেয়ের প্রতিপালন ২১৬
৬.৫। খয়বারে আলী রা. ২১৮
৬.৬। মক্কা-বিজয় ও হুনায়ন-যুদ্ধ ২২৫
৬.৭। নবম হিজরীতে তাবুক-যুদ্ধে মদীনায় খলীফা করে যাওয়া ২৩১
৬.৮। হজে আবু বকরে রাসূল সা.-এর মুখপাত্র ২৩২
৬.৯। আলী রা. ও নাজরান প্রতিনিধি : ৯ হিজরী ২৩৬
৬.১০। ইয়ামানে দ্বীনের প্রচার ও বিচারকার্যে আলী রা. ২৩৯
৬.১১। বিদায় হজে আলী রা. ২৪৩
৬.১২। রাসূল সা.-এর গোসল ও দাফনে ২৪৫
৬.১৩। মৃত্যুকালে লেখা অসিয়াতনামা ২৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

খুলাফায়ে রাশেদার যুগে আলী ইবনে আবি তালিব রা.

প্রথম পরিচ্ছেদ : আবু বকর রা.-এর খেলাফতকালে আলী রা.

১.১। খলীফা আবু বকর রা.-এর হাতে বাইআত ২৫৯
১.২। রিদ্দার যুদ্ধে আলী রা. ২৬৪
১.৩। কে সেরা—আলী রা., না আবু বকর রা.? ২৬৬
১.৪। আবু বকর রা.-এর ইমামতীতে নামায ও তার হাদিয়া গ্রহণ ২৭০
১.৫। রাসূল সা.-এর মিরাস প্রসঙ্গে ফাতিমা রা. ও আবু বকর রা. ২৭৪
১.৬। আবু বকর রা. ও আহলে বাইতের মধ্যে আত্মীয়তা ২৯৬
১.৭। আবু বকর রা.-এর ইন্তেকাল এবং আলী রা. ২৯৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উমর রা.-এর খেলাফতকালে আলী রা. ৩০২

২.১। বিচার সম্পর্কিত ৩০৯
২.২। উমর রা.-এর প্রশাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আলী রা. ৩২৬
২.৩। জিহাদ ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলী রা. থেকে পরামর্শ ৩১২
২.৪। আলী রা.-এর বংশধরের প্রতি উমর রা.-এর সুসম্পর্ক ৩১৫
২.৫। আলী রা.-এর কন্যাকে উমর রা.-এর কাছে বিয়ে ৩১৯
২.৬। হে আল্লাহর রাসূলের কন্যা, পৃথিবীতে আমাদের নিকট তোমার ৩২১
২.৭। আব্বাস রা. ও আলী রা.-এর ঝগড়া ৩২২
২.৮। শূরা কাউন্সিলে আলী রা. এবং উমর রা. শহীদ হওয়ার পর ৩২৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উসমান রা.-এর খেলাফতকালে আলী রা.-এর ভূমিকা

৩.১। উসমান রা.-এর হাতে আলী রা.-এর বাইআত ৩৩৪
৩.২। শীয়া-রাফেযীদের বিকৃতি ৩৩৬
৩.৩। উসমান রা.-এর ওপর আলী রা.-কে প্রাধান্য দান ৩৪১
৩.৪। দণ্ড-বিধানে ও উপদেষ্টা পদে ৩৬২
৩.৫। উসমান-হত্যায় আলী রা.-এর অবস্থান ৩৪৫
৩.৬। খুলাফায়ে রাশেদা প্রসঙ্গে আলী রা.-এর বাণী ৩৫৭
৩.৭। পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ৩৬৭

তৃতীয় অধ্যায়

আলী ইবনে আবি তালিব রা.-এর বাইআত

প্রথম পরিচ্ছেদ : আলী রা.-এর বাইআতের ধরন

১.১। আলী রা.-এর খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতি ৩৭৪
১.২। আলী রা.-ই অধিক যোগ্য ও যথোপযুক্ত ৩৮০
১.৩। তালহা রা. ও যুবায়ের রা.-এর বাইআত ৩৮৭
১.৪। আলী রা.-এর খেলাফত : উম্মতের ইজমা ৩৯০
১.৫। খেলাফতের বাইআতকালীন আমীরুল মুমিনীনের শর্ত ৪০৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আলী রা.-এর ফযীলত, বিশেষ গুণ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ৪১৮

২.১। দ্বীনি ইলম ও দূরদর্শীতা ৪২১
২.২। আমীরুল মুমিনীনের দুনিয়াত্যাগ ও তাকওয়া ৪৩৭
৩২৯.৩। আমীরুল মুমিনীনের বিনয় ৪৪৭
২.৪। দানশীলতা ৪৫২
২.৫। লজ্জাশীলতা ৩২৯ ৪৫৭
২.৬। বন্দেগী, সবর, নিষ্ঠা ৪৫৯
২.৭। আল্লাহর শোকর ৪৬৭
২.৮। দুআ ও মুনাজাত ৩৩৮ ৪৬৯
২.৯। আমীরুল মুমিনীনের প্রশাসনের মৌল কাঠামো ৪৭৮
২.১০। প্রশাসনের প্রতি জনগণের দৃষ্টি রাখার অধিকার ৪৮১
২.১১। শুরাতন্ত্র ৪৮৩
২.১২। ইনসাফ ও সাম্য ৪৮৬
২.১৩। স্বাধীনতা ৪৯২

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَنَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِينُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।[৩]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

হে মানবসমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু-জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।[৪]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۗ

[৩] সূরা আল-ইমরান, ৩ : ১০২।
[৪] সূরা আন-নিসা, ৪ : ১।

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।[৫]

لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ ، وَلِعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيْتَ وَلَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا

হে আমার প্রভু, তোমার জন্য সর্বপ্রকার প্রশংসা, এমন প্রশংসা যা তোমার চেহারার বড়ত্ব ও মর্যাদা তোমার কুদরতের পরিপূর্ণ যোগ্যতার স্মারক। প্রশংসা কেবল তোমারই যখন তুমি রাযী থাক। সন্তুষ্টির পরও তোমার প্রশংসা।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি খুলাফায়ে রাশেদার যুগ বর্ণনা-সিরিজের চতুর্থ খণ্ড। ইতোপূর্বে আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু, উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু ও উসমান ইবনে আফফান যিন্নুরাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিস্তারিত জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। বক্ষ্যমান গ্রন্থটিতে আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্ম থেকে শাহাদত পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর এর আলোচনা শুরু করা হয়েছে তার পবিত্র নাম, বংশ, উপাধি, জন্ম, পরিবার ও গোত্রের বর্ণনা দিয়ে।

এ গ্রন্থে তার ইসলাম গ্রহণ, মক্কা জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড, মদীনায় হিজরত, কুরআনমাফিক জীবন-যাপন এবং তার জীবনে এর সবিশেষ প্রভাব বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর আল্লাহর সত্তা ও বিশ্ব চরাচর, পার্থিব জীবন, জান্নাত-জাহান্নাম ও তাকদীর সম্পর্কে তার মূল্যবোধ; তার দৃষ্টিতে কুরআনের মর্যাদা; তার সম্পর্কে নাযিলকৃত কুরআনের আয়াতসমূহ; কুরআনের বিধান জানা ও এর নিগূঢ় তথ্য উদ্ধারে তার অনুসৃত নিয়ম-পদ্ধতি ও সূত্র এবং কুরআনের কিছু আয়াতের ব্যাপারে তার তাফসীরও আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া আশৈশব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংসর্গ; নবুওয়াত সম্পর্কে তার গভীর প্রতীতী এবং ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডে এর প্রভাব—এগুলোও তার কথা ও আচরণে বর্ণনা করা হয়েছে।

[৫] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭০-৭১।

তিনি মানুষকে দ্বীন শেখাতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজের পৌনঃপুনিক অনুসরণ ও অনুকরণ করতে উৎসাহ দিতেন। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ আবশ্যক। তার সুন্নাহকে আকড়ে ধরা এবং তা সংরক্ষণ করাও জরুরী। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের দলিলসমূহ, তার মর্যাদা ও উম্মতের অধিকারসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির পাঠকবৃন্দ অনুভব করবেন যে, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কতটা নিখাদ সুন্নতে নববীর অনুসারী ছিলেন। এখানে সাহাবা, তাবেয়ীন ও আহলে বাইতের অনেকেরই নামোচ্চারিত হবে যারা তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

গ্রন্থটিতে পরবর্তী ধাপ হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর মদীনা জীবন নিয়ে আলোচিত হয়েছে। এখানে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে তার বিয়ে, বিয়েতে প্রদত্ত দেনমোহর ও সাজ-সরঞ্জাম, ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার স্বামীগৃহে আগমন ও তার মুজাহাদা, অল্পেতুষ্টি, দুনিয়া ও আখেরাত তার নিষ্ঠা ও নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতদসঙ্গে হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর সংক্ষিপ্ত জীবনাখ্যান এবং তাদের মর্যাদা ও সংশ্লিষ্ট কিছু হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া আমি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে আহলে বাইতের মর্ম এবং তাদের উপর আরোপিত বিধানসমূহ; যেমন : তাদের জন্য যাকাত গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা, রাসূলের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকার না হওয়া, গনীমত ও মালে ফাই-এ এক পঞ্চমাংশের অধিকারী হওয়া, রাসূলের মতো তাদের প্রতিও দরূদ ও সালাম পেশ করা ও তাদের মুহাব্বত ও ইয্যত সম্মান করার বাধ্যবাধকতা নিয়েও আলোচনা করেছি।

আমি বদর, উহুদ, খন্দক, বনী কুরায়যা, হুদাইবিয়া, খাইবার, মক্কা বিজয়, হুনায়নসহ বিভিন্ন যুদ্ধ-অভিযানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আমীরুল মুমিনীনের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এছাড়া অষ্টম হিজরীতে সংঘটিত তাবুক-যুদ্ধে মদীনায় রাসূলের স্থলাভিষিক্ত হওয়া; আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সংঘটিত হজে রাসূলের মিডিয়াকর্মী হিসেবে

ভূমিকা; নাজরান প্রতিনিধি আগমন ও মুবাহালার আয়াত নাযিল হওয়া, রাসূল কর্তৃক ইয়েমেনে দাঈ ও বিচারক হিসেবে প্রেরণ, ইয়ামানে বিচারক হিসেবে তার রায়সমূহ, বিদায় হজের ইহরামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার সামঞ্জস্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের সময় তাকে দিয়ে অসিয়তনামা লেখায় রাসূলের আগ্রহ, খুলাফায়ে রাশেদার সাথে তার সুসম্পর্ক ও তাদের সম্মানে সুদীর্ঘ পরিসরে তার সক্রিয় ও নিখাদ অংশগ্রহণ—এই কিতাবের অন্যতম প্রতিপাদ্য।

এই কিতাবে আমি খলীফা হিসেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে তার বাইআত প্রসঙ্গ, রিদ্দার যুদ্ধে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সম্মান ও অগ্রাধিকার দেওয়া, তার পেছনে নামায আদায় করা এবং তার নিকট থেকে হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করার বিষয়াদি বর্ণনা করেছি। এছাড়া আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার মধ্যকার সম্পর্ক এবং রাসূলের পরিত্যক্ত সম্পদের ব্যাপারেও আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে শীয়া-রাফেযীদের সন্দেহজনক যুক্তি খণ্ডন করেছি, তাদের মিথ্যা ও জাল বর্ণনার স্বরূপ উন্মোচন করেছি এবং তাদের অবস্থান মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য প্রামাণ্য দলিল উপস্থাপন করেছি।

আমি এখানে নির্ভরযোগ্য বর্ণনার প্রেক্ষিতে সত্যের প্রতি ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার গভীর ভালোবাসা এবং পৌণঃপুনিকভাবে শরীয়ত অনুসরণে তার ঐকান্তিক চেষ্টাকে তুলে ধরেছি। আমি এমনসব দৃষ্টান্ত পেশ করেছি যাতে রাসূলের খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তার অকৃত্রিম সম্মানবোধ; তার প্রতি সহনশীল আচরণ; আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি আহলে বাইতের শ্রদ্ধা; আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আহলে বাইতের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন; তার প্রতি তাদের ভালোবাসা এবং তার নামে তাদের সন্তাদের নাম রাখার মতো পারস্পরিক ভালোবাসার চিত্র ফুটে উঠেছে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে বিচারিক দপ্তর, সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর অবদান নিয়েও আলোচনা করেছি। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বারংবার আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত

নিযুক্ত করেছেন। জিহাদ ও আভ্যন্তরীণ নানা বিষয়ে তার পরামর্শ নিয়েছেন। তাদের উভয়ের সাথে আত্মিক সম্পর্ক ছিল। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা উম্মে কুলসুম রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়েও করেছিলেন। বরকতপূর্ণ এই শুভ পরিণয়কে অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণ করার পাশাপাশি এর আভ্যন্তরীণ বিষয়াদিও বিস্তারিত বর্ণনা করেছি যাতে এতদ্ববিষয়ে স্পষ্ট নিন্দা ও বানোয়াট কথাবার্তার শেকড় উপড়ে ফেলা যায়। এভাবে পুরো ঘটনা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ও বর্ণনার আলোকে উপস্থাপন করেছি যাতে কুরআনের ব্যাখ্যা মোতাবেক সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মিল-মহব্বত ফুটে ওঠে।

আমি উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তার হাতে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাইআতের ঘটনা বিবৃত করেছি এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন মিথ্যা বর্ণনার অপনোদন করেছি। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রের কল্যাণে তার আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতা, দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রক্ষা করায় তার দৃঢ় প্রত্যয়, ফিতনার ক্রান্তিকালে—যা সন্ত্রাসীদের অবরোধ ও উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার মতো জঘণ্য কর্মকাণ্ডের দিকে ধাবিত করে—তার আচরণ এবং উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পরে তার অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি এখানে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর পারস্পরিক পারিবারিক সম্পর্ক নিয়েও লিখেছি।

ইসলামের প্রথম তিন খলীফা সম্পর্কে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রসিদ্ধ মন্তব্যসমূহ আমি স্পষ্টাকারে বর্ণনা করেছি। এসব মন্তব্য থেকে তাদের পারস্পারিক ভালোবাসা ও মহব্বতের পরিচয় পাওয়া যায় যা তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল মিথ্যাচার ও গালী-গালাজের বিরুদ্ধে অকাট্য দলিল হয়ে আছে। যারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে কটুক্তি করেছে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে *হদ* শাস্তি প্রয়োগ করেছেন। যেসব পাঠক ওই সব কথা গভীরভাবে পর্যালোচনা করবেন এবং কুরআন-প্রজন্ম ও এর মহান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর উত্তম আচরণ পর্যালোচনা করবেন—তারা অবশ্যই চোখের পানি আটকে রাখতে পারবেন না। কবি বলেন,

ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي

وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي

লোকদের প্রশ্ন করি, তারা কোথায়? তাদের ভালোবেসে
পথে-ঘাটে খুঁজে বেড়াই;
হৃদয়গ্রাহী, দৃষ্টিনন্দন তাদের পদচিহ্ন আমাকে কাঁদায়
স্মৃতিতে জীবিত রেখেছি তাদের—তারা রয়েছে আমার চিন্তা-চেতনায়।

কবি আরও বলেন,

إني أحب أبا حفص وشيعته كما أدب عتيقاً صاحب لغار

وقد رضيت علياً قدوة وعلماً وما رضيت بقتل الشيخ في الدار

كل الصحابة سادتي ومعتقدي فهل عليَّ بهذا القول من عار

আবু হাফসকে ভালোবাসি, ভালোবাসি তার গোত্রের লোকদের
যেমন ভালোবেসেছি সফরসঙ্গী আবু বকরকে
ইলম-আমলে আলীর অনুসরণ তো সুনিশ্চিত,
তবে উসমানের মৃত্যু কিছুতেই মেনে নেওয়ার নয়
সকল সাহাবা আমার মাথার তাজ, আমার আদর্শ
অপমানের কী আছে বলো—এটাই তো সত্য কথা।

এভাবে আমি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের বাইআত নিয়ে লিখেছি। বলেছি, কীভাবে তা পূর্ণতায় পৌঁছেছিল। নিঃসন্দেহে ওই সময় তিনি এ পদে সেরা ও চৌকস ছিলেন। এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু কোনো প্রকার জবরদস্তি ছাড়াই তাকে খলীফা সাব্যস্ত করেছেন। তার খেলাফতের প্রথম খুতবা, তার রাজ্যের শাসকগণ, তার মর্যাদা ও বিশেষ গুণাবলী এবং তার প্রশাসনের নিয়ম-কানুনও সবিশেষ উল্লেখ করেছি।